

Dr. Anirban Sahu

Part 1:

“শোন প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।”

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, “আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।”

কমলাকান্ত। “এসো এসো বঁধু এসো।”

প্রসন্ন। “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?”

কমলাকান্ত। “বালাই! যাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে”-

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো-

সূন্ন করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপাত্ত গায়িলাম।

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো-

নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।

অনেক দিবসে, মনের মানসে,

তোমার ধনে মিলাইল বিধি।

মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি

ফুল নও যে কেশের করি বেশ।

নারী না করিত বিধি, তোমা হেল গুণনিধি,

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,

আমি চাই বৃন্দাবন পালে,

আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

রঞ্জনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,

ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।”

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি” মিলিল! কিন্তু বাঙালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি

শুনিব, মনে বড় সাধ রইয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল,

নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পঞ্জী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচির সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি

দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুন্তর-শব্দশূন্য দশশূন্য পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না,

সেইখানে বসিয়া, সেই মূরলীতে **Page ৪৯** গীত ৮৭ই—এই—গীত **Q** খন **+লিতে** পারিলাম না; কখন

ভলিতে পারিব না।

ভুলিতে পারিব না।

[Open with Google Docs](#)

“এসো এসো বঁধু এসো”15

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকাণ্ঠ চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিত্বিতে কিছু সুখ আছে। যে পশ্চ ইন্দ্রিয়-পরিত্বিতে জন্য প্রসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কথন কমলাকাণ্ঠ শর্ষার দন্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্রিয়ের মূখ “এসো এসো বঁধু এসো” বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল-এক হন্দয় অন্য

হন্দয়ের জন্য হইয়াছিল-মেই হন্দয়ে হন্দয়ে সংঘাত হন্দয়ে হন্দয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহন্দয়ে একমাত্র ত্রৃষ্ণা, অন্যহন্দয়-কামনা। মনুষ্যহন্দয় অন্বরত হন্দয়ান্তরে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” শুন্দ শুন্দ প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ-মহত্তী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো বঁধু এসো।” তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য-কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জন সমাজের হন্দয়কে তোমার হন্দয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য হইল না বলিয়া; হন্দয়ে হন্দয় আসিল না বলিয়া। সর্বত্র এই রব-“এসো এসো বঁধু এসো।” সর্বকর্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো বঁধু এসো।” জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগৎ জগদ্ধরকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্রে বঁধা পড়িয়া ঘূরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগতের এই গভীর অবিশ্রান্ত ঝর্ণি-“এসো এসো বঁধু এসো।” কমলাকাণ্ঠের বঁধু কি আমিনে?

লোকের মনে কি আছে বলিতে Page 50 বি/ক্র ৪আমি কমলাকাণ্ঠ চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিত্বিতে কিছু সুখ আছে। যে পশ্চ ইন্দ্রিয়-পরিত্বিতে জন্য প্রসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন

ঘৰ উপগ্ৰহকে ডাকতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো” সোৱাপও বৃহৎ গ্ৰহকে ডাকতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগৎ জগদন্তৱকে ডা  Open with Google Docs পৰমাণু পৰমাণুকে অবিৱত ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো” জড়পিণ্ডসকল, গ্ৰহ উপগ্ৰহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্ৰে বাঁধা পড়িয়া ঘূৰিতেছে। প্ৰকৃতি পুৰুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগতোৱে এই গন্তীৱ অবিশ্বাস্ত ধৰণি-“এসো এসো বঁধু এসো।” কমলাকান্তেৱ বঁধু কি আসিবে?

লোকেৱ মনে কি আছে বলিতে পাৱি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্ৰবৰ্ণী, বুঝিতে পাৱি না যে, ইন্দ্ৰিয়-পৱিত্ৰত্বিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্ৰিয়-পৱিত্ৰত্বিতে জন্য পৱনসন্দৰ্ভেৱ আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কথল কমলাকান্ত শশ্রাৰ দশ্পৰ-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্ৰিয়েৱ মুখে “এসো এসো বঁধু এসো” বুঝিতে পাৱি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পাৱি যে, মনুষ্য মনুষ্যেৱ জন্য হইয়াছিল-এক হনয় অন্য হনয়েৱ জন্য হইয়াছিল-সেই হনয়ে হনয়ে সংঘাত হনয়ে হনয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনেৱ সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহনয়ে একমাত্ৰ ত্ৰৈ, অল্যহনয়-কামনা। মনুষ্যহনয় অনৱৰত হনয়ান্ত্ৰে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰবৃত্তিসকল শৱীৱ রক্ষাৰ্থ-মহতী প্ৰবৃত্তিসকলেৱ উদ্দেশ্য, “এসো এসো বঁধু এসো।” তুমি চাকৰি কৰ, খাইবাৰ জন্য-কিন্তু যশেৱ আকাঙ্ক্ষা কৰ, পৱেৱ অনুৱাগ লাভ কৱিবাৰ জন্য, জন্য সমাজেৱ হনয়কে তোমাৰ হনয়েৱ সঙ্গে মিলিত কৱিবাৰ জন্য। তুমি যে রাগ কৰ, সে তোমাৰ মনোমত কাৰ্য হইল না বলিয়া; হনয়ে হনয় আসিল না বলিয়া। সৰ্বত্র এই রব-“এসো এসো বঁধু এসো।” সৰ্বৰ্কাৰৰে এই মন্ত্ৰ, “এসো এসো বঁধু এসো।” জড় জগতোৱ নিয়ম আকৰ্ষণ। বৃহৎ গ্ৰহ উপগ্ৰহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” সৌৱপিণ্ড বৃহৎ গ্ৰহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগৎ জগদন্তৱকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” পৱনমাণু পৱনমাণুকে অবিৱত ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” জড়পিণ্ডসকল, গ্ৰহ উপগ্ৰহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্ৰে বাঁধা পড়িয়া ঘূৰিতেছে। প্ৰকৃতি পুৰুষকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগতোৱ এই গন্তীৱ অবিশ্বাস্ত ধৰণি-“এসো এসো বঁধু এসো।” কমলাকান্তেৱ বঁধু কি আসিবে?

“আধ আঁচৰে বসো।”

এই ত্ৰণশংসমাচ্ছন্ন, কন্টকাদিতে কৰ্কশ সংসাৱারণ্যে, হে বাহ্যিত! তোমাকে আৱ কি আসন দিব, আমাৰ এই হনয়াবৱণেৱ অৰ্দেকে উপবেশন কৰ। কুশকন্টকাদি হইতে তোমাৰ আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঞ্জ অনাবৃত কৱিতেছি-আমাৰ আঁচৰে বসো। যাহাতে আমাৰ লজ্জারক্ষা, মানৱৰক্ষা, যাহাতে আমাৰ শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহাৱ অৰ্দেক গ্ৰহণ কৰ-আধ আঁচৰে বসো। হে পৱেৱ হনয়, হে